গাংনীর সাব রেজিস্ট্রার ও উপজেলা ভূমি অফিসে চুরি

মেহেরপুরের গাংনীতে উপজেলা ভূমি অফিস ও সাবরেজিস্ট্রি অফিসের জানালার গ্রীলকেটে ঢুকে কাগজপত্র তছন ও চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে দূর্বৃত্ত।

গতরাত আড়াইটার দিকে প্রায় ২০ মিনিট সময় নিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে দূর্বৃত্ত। যা অফিস দুটির সিসি ফুটেজ প্রমান করেছে। এই চুরির ঘটনায় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এই অফিস দুটির নিরাপত্তা ব্যবস্থাও নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এঘটনায় গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস ও তদন্ত অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও আলামত সংগ্রহ করেছেন।

উপজেলা সাবরেজিস্টার নাইমা ইসলাম জানান, সিসি ফুটেজে দেখা গেছে, জানালার গ্রীলের রডকেটে চোর রুমে প্রবেশ করে বিভিন্ন কক্ষের আলমিরার ভিতরের গুরুত্বপূর্ণপূর্ণ ফাইলপত্র তছনছ করেছে। তবে, কোনো কাগজপত্র বা ফাইল চুরি হয়েছে কিনা তা এখনো তদন্ত করা হচ্ছে। এসময় নাইটগার্ড বা রেকর্ডরুমসহ অন্যান্যরুমে তালাবদ্ধ ছিলনা কেনো এমন প্রশ্ন এড়িয়ে যান তিনি।

এদিকে একই সময় উপজেলা ভূমি অফিসের পেছনদিকের একটি জানালার রড কেটে পাল্লা ভেঙে প্রধান অফিস সহকারির রুমে ঢুকে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও কাগজপত্র তছনছ করেছে।

তবে, অফিস দুটি থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বা কাগজপত্র নিয়ে গেছে কিনা তা তদন্ত করা হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার নাইমা ইসলাম জানান, আমি সকালে অফিসে এসে দেখি অফিসের বিভিন্ন আল মিরার ও কক্ষের তালা ভাঙ্গা। পরে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশের ◌েএকটি টীম সিসি টিভি ফুটেজ যাচাই করে চোর সনাত্বের কাজ চলছে। তবে কাগজ পত্রের চুরির বিষয়টি গোপন করেন সাব রেজিস্ট্রার।

গাংনী থানার অসি তদন্ত আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন,বিষয়টি জানতে

পেরে সিসি টিভি ফুটেজ দেখেছি। চোর সনাত্বে কাজ করা হচ্ছে।

মেহেরপুরে সদর উপজেলা ভূমি অফিসের সম্প্রসারণ কক্ষ উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের সম্প্রসারণ কক্ষ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নামফলক উন্মোচন ও ফিতা কেটে সম্প্রসারণ কক্ষের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন শেষে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম সদর উপজেলা ভূমি অফিস প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন, যা প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তোপের মুখে অফিস ছেড়ে পালালেন তহশিলদার!

জমির খাজনা ও নামজারিসহ ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা নিতে আসা ভূমি মালিকদের দিনের পর দিন ঘুরতে হচ্ছে। কাজ করে নিতে হাতে পায়ে ধরতে হচ্ছে তহশিলদারের। অনিয়মিত অফিসে আসা-যাওয়া ও সরকারের

ভুক্তভোগী নাসির উদ্দিন, ইয়ারুল ইসলাম, আলী হোসেন, লিয়াকত, আব্দুল হামিদ, আনিসুর রহমান, শহিদুল, মুকুল মহরী, নজরুল মাস্টার, আনিস মাস্টার, তোফাজ্জেল, সাইফুল ইসলাম, শামসুল ইসলাম ও এনায়েত আলীসহ অসংখ্য সেবাপ্রার্থী অভিযোগ করে বলেন, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা আতিকুর রহমান যোগদানের পর থেকেই ভূমি মালিকরা প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। জমির হোল্ডিং খোলা, নামজারি কেসের রিপোর্ট প্রদান, খাজনা পরিশোধসহ প্রতিটি কাজে ইউনিয়নবাসীকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। তবে দ্রুত সময়ের মধ্যে দক্ষ একজন তহশিলদারকে এ অফিসে যোগদান করানোর দাবি জানান ভুক্তভোগীরা।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন বলেন, অফিসে একটু ঝামেলা হয়েছিল এমন কথা শুনেছি। তিনি মৌখিকভাবে অসুস্থতার কথা জানিয়েছেন। যদি তিনি আর সেখানে যোগদান না করেন, তাহলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন বলেন, তিনি কেন অফিসে আসছেন না, সে বিষয়ে আমি জানি না। তবে বিষয়টি আমাদের কর্তৃপক্ষকে জানাতে বলেছি।

গাংনীর সাহারবাটী ইউনিয়ন ভূমি অফিসে নানা ভোগান্তি

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে আতিকুর রহমান যোগদানের পর থেকে বেড়েছে সেবা প্রত্যাশীদের হয়রানী বেড়েছে কয়েকগুণ। খাজনা পরিশোধের অনুমোদন না পেয়ে ভুমি মালিকদের ঘুরতে হচ্ছে দিনের পর দিন। এতে একদিকে যেমন মানুষের হয়রানী বেড়েছে,অন্যদিকে সরকার হারাচ্ছে রাজস্ব। অফিসে সাংবাদিক প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা দেন তহশিলদার আতিকুর রহমান।

সেবা প্রত্যাশীদের অভিযোগ নামজারী অনুমোদন নিতে হয়রানির শিকার সাধারণ মানুষ। এক সপ্তাহেও পাচ্ছে না অনুমোদন বা নাগরিক সেবা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আমাকে বের করে দিয়েছে দেখা যাক কি হয়, আজ না হলে আবারো আশা লাগবে, এভাবে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে। এর আগে হোল্ডিং খুলতে ২০০ টাকা, নামজারীর রিপোর্ট দেওয়ার জন্য ৩০০ টাকা করে নিতো। আজকে কত নিবে জানিনা।

নামজারী অনুমোদন, খাজনার রশিদের জন্য অনুমোদন, নিতে হয়রানি করা হচ্ছে সাংবাকিকের এমন প্রশ্নের জবাবে ইউনিয়ন ভুমি সহকারী কর্মকর্তা আতিকুর রহমান বলেন, আপনাদের অফিসে ঢোকার পারমিশন কে দিয়েছে,? ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ নিয়ে তারপর অফিসে আসবেন,তখন কথা বলবো। তথ্য নিতে গিয়ে এমন বিড়ম্বনায় পড়েন গাংনীর দুই সাংবাদিক।

হোল্ডিং খোলা হচ্ছে না হয়রানি করা হচ্ছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আপনারা এসিল্যান্ডের সাথে যোগাযোগ করেন। বার বার অনিয়মের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোন কথা বলতে রাজি হননি বরং সাংবাদিকদের সাথে খারাপ আচরণ করেন।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বললেন, আমি একটি মিটিংয়ে রয়েছি পরে কথা হবে।

জীবননগর ভূমি অফিস পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক জহিরুল ইসলাম

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাযলয় ও উপজেলা ভূমি অফিস পরিদর্শন শেষে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনয় করলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম।

গতকাল সোমবার বিকাল ৩টার সময় জীবননগর উপজেলা ভৃমি অফিস পরিদর্শন শেষে উপজেলা পরিষদের হলরুমে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নারায়ণ চন্দ্র পালের সভাপতিত্বে মতবিনয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার

নবাগত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বোন বিভাগের কমকতা কাজল আহম্মেদ, উপজেলা ত্রান কমকতা মিজানুর রহমানসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় বনবিভাগের গাছ চুরি করে কর্তন, ভূমি অফিসারের হস্তক্ষেপে উদ্ধার

টানা চার দিনের বৃষ্টিতে দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঁঠাতলা নামক স্থান থেকে ৩০ টি ইপিলিপি গাছ রাতের আধারে কেটে নিয়ে যায় কে বা কাহারা।

আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভুমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান এর হস্তক্ষেপে সকল গাছ উদ্ধার করে উপজেলা বনবিভাগের কর্মকর্তা রজব আলির নিকট হস্তান্তর করা হয়।

জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঁঠালতলায় সরকারি পরিত্যাক্ত জমিতে বন বিভাগের উদ্যোগে গাছ লাগানো হয়েছিল। টানা ৪ দিনের বৃষ্টিতে কে বা কাহারা রাতের আধারে ইপিলিপি গাছ কেটে নিয়ে যায়। পরে জয়রামপুর সড়ক জনপদের সভাপতি শামসুল আলম গাছ কাটার খবর পেয়ে তল্লাশি চালিয়ে গাছগুলি উদ্ধার করেন।

বন বিভাগের গাছ কে বা কাহারা চুরি করে কেটেছে এমন খবর পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি যাচাই-বাছাই করে এগুলো বন বিভাগের গাছ সত্যতা মিললে পরে তিনি গাছগুলি উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা রজব আলী মোল্লা’র নিকট হস্তান্তর করেন এবং লিখিত নেন।

দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান বলেন, রাস্তার ধারে লাগানো গাছ কে বা কারা চুরি করে কেটে নিয়ে

যায়। পরে আমি ঘটনস্থলে গিয়ে চুরি হওয়া গাছ গুলো উদ্ধার করা হয়। গাছগুলি বন বিভাগের হওয়ায়, কারো কোন অভিযোগ না থাকায় বন বিভাগের নিকট গাছগুলি হস্তান্তর করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব নাঈম উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, বিএনপি, যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল, ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ভূমি অফিসে নতুন এসিল্যান্ডের যোগদান

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ভূমি অফিসে নতুন এসিল্যান্ড হিসাবে সজল কুমার দাস যোগদান করেছেন। ৩৭ তম বিসিএসএর মাধ্যমে তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে ২০১৯ সালে ফেনী জেলায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে যোগদান করেন। সেখান থেকে তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা ভূমি অফিসে কর্মরত থেকে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সম্প্রতি তিনি ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ভূমি অফিসে যোগদান করেছেন। দীর্ঘ তিন মাস পরে অবশেষে নতুন এসিল্যান্ড পেয়ে সেবা গ্রহীতারা আশায় বুক বেধেছে তাদের কাংখিত সেবা পাবে। ইতি মধ্যে নবাগত এসিল্যান্ড সজল কুমার দাসকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে তার দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়েছেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী।

নবাগত এসিল্যান্ড সজল কুমার দাস বলেন, আমি সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী ও স্মার্ট জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম স্যারের নির্দেশনা মোতাবেক সদর উপজেলা ভূমি অফিসকে একটি স্মার্ট ভূমি অফিসে রুপান্তরিত করতে চাই। এসময় তিনি সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

[redacted]

[redacted]

জনগণের আস্থা ও প্রিয় মানুষ হয়ে ওঠেন। হয়রানি থেকে মুক্তি দেন মানুষকে। নিজের সরকারি দপ্তরকে করে তোলেছেন জনবান্ধব।

যেখানে ভূমি অফিস মানেই ভোগান্তি, টাকার ছড়াছড়ি। সাধারণ মানুষের হয়রানি আর অসহায়তার জায়গা। সেখানে একটি স্বচ্ছ, ঘুষবিহীন ও জবাবদিহিতামূলক সেবাকার্যক্রম পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন দবির উদ্দিন। তার নেতৃত্বে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা ভূমি অফিসের সব নৈরাজ্য দূর হয়ে সেখানে তৈরি হয়েছে আস্থার পরিবেশ।

বর্তমান এসিল্যান্ড যোগদানের পর থেকে তার ইতিবাচক মনোভাবের কারণে উপজেলা ভূমি অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মধ্যে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব দেখা গেছে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রয়েছে অভিযোগ বক্স ও নিয়মিত তদারকি ব্যাবস্থা এবং সরাসরি অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত সমস্যা সমাধানকরন কার্যক্রম। তাছাড়া এসিল্যান্ড অফিসে অফিসের সুন্দরয্য বধার্য়ন, সিটিজেন চার্টার ও জনসচেতনামূলক বিভিন্ন লিফলেটসহ নানা কার্যক্রম দেখা গেছে। ভুমি সেবায় খুলনা বিভাগের মধ্যে সেরা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি)’র হিসেবে পুরষ্কার লাভ করেন।

জানা যায়, এই এসিল্যান্ড দবির উদ্দিনের নেতৃত্বে উপজেলার বেদখলকৃত সরকারি জমি উদ্ধার হয়েছে। মিসকসে (নামজারি জমাভাগ খারিজ সংক্রান্ত) মামলা শুনানির মাধ্যমে খুব কম সময়ে নিষ্পত্তি করেন। সরকারি খাস জমি, খাস পুকুর রক্ষায়,বাল্যবিবাহ বন্ধ করনে সবসময় তৎপর রয়েছেন। তিনি যোগদানের পর থেকে ভূমি অফিসকে দালালমুক্ত করে গতিশীল করেছেন।

এছাড়া এই কর্মকর্তা জমিসংক্রান্ত সব ধরনের সেবাগ্রহিতার অধিকার নিশ্চিত করে সবার কাছে ভূমি অফিসকে সহজ, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ও গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তুলেছেন। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে অবৈধ বালু উত্তোলনসহ ভেজালবিরোধী অভিযান গতিশীল করেছেন। জনগণের সেবা প্রাপ্তির বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করেন। অফিসের নথি ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিসহ জনগণের সেবা প্রাপ্তির বিষয়টিকে বেশি সমৃদ্ধ করেছেন।

অফিস টাইম সকাল ৯টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত আগত ভূমি মালিকদের সমস্যা আন্তরিকতার সাথে শুনে তাৎক্ষনিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করেন। পাশাপাশি সপ্তাহে একদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ও গণশুনানী নিয়ে তাৎক্ষনিক প্রতিকারের চেষ্টা করেন। এমন অসংখ্য ভালো কাজ করে

সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করেছেন এ ভূমি কর্মকর্তা।

এরই মধ্যে উপজেলার এই সহকারী কমিশনার (ভূমি) এখানে সবার কাছে প্রিয় কর্মকর্তা হয়ে উঠেছেন। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি উপজেলা ভূমি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রিয় হয়ে উঠেছেন।

সদর উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট দবির উদ্দিন বলেন, জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কঠোর নজরদারি ও দিক নির্দেশনায় ভূমি অফিসের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। সরকারি জমি রক্ষার ব্যাপারেও জেলা প্রশাসক মহোদয় আমাদেরকে দায়িত্বে সাথে ভূমিকা রাখার তাগিদ দিয়ে থাকেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘বর্তমানে সেবাগ্রহিতাগণ তাদের ভূমির নামজারির শুনানী ও নিষ্পত্তির তারিখ ও সর্বশেষ অবস্থা জানতে আমাদের এই অফিসে এসে ঘুরাঘুরি করতে হয় না। মোবাইল ফোনে ম্যাসেজে বা অনেক ক্ষেত্রে কল করেও জানিয়ে দেয়া হয়। ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কাজগুলোও মনিটরিং করা হয়ে থাকে।

এরআগে তিনি মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।